যুগান্তর

তারিখ ... 28 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

দক্ষিণ দড়িবাহেরচর দারুচ্ছুন্নাত শিশু সদন

পটুয়াখালীতে শিক্ষার্থীদের দিয়ে করানো হচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

পটুয়াখালী গলাচিপা উপজেলার আমখোলা ইউনিয়নের দক্ষিণ দড়িবাহেরচর দারুচ্ছুন্নাত শিশু সদন ও খানকায় কোমলমতি ৪০ শিক্ষার্থীকে দিয়ে মাথায় ইট পরিবহনসহ বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করানো হচ্ছে। বাড়ি নির্মাণের জন্য এসব ইট নিয়ে আসেন প্রতিষ্ঠানের প্রধান হাফেজ সোহরাব। ২০১২ সালে গড়ে ওঠা দারুচ্ছুন্নাত খানকায় বর্তমানে ৪০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এদের জন্য শিক্ষক রয়েছে মাত্র দু'জন। পড়াশোনার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের দিয়ে চলছে কাঠ চেরাই করা, ইট পরিবহন, মাটি টানাসহ নানা ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, দক্ষিণ দড়িবাহেরচর শিশু সদন ও খানকায় কাগজে কলমে দু'জন শিক্ষক থাকলেও উপস্থিতি দেখা যায় একজনের। মূলত দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা এখানে পড়াশোনা করে। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রধান হাফেজ সোহরাব নিজের বিল্ডিং নির্মাণের জন্য উপকরণ সামগ্রী পরিবহনের কাজে ব্যবহার করছেন শিশুদের। এতে একদিকে যেমন শিশু শ্রম আইন লংঘন হচ্ছে, অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন অভিভাবক বলেন, আমরা দিনমজুর এজন্য সন্তানদের আদর্শবান হিসেবে গড়ে তুলতে শিশু সদন খানকায় ভর্তি করি। কিন্তু সেখানে লেখাপড়ার যে চিত্র দেখছি এতে শংকিত অভিভাবকরা। শিশুদের দিয়ে পাঠদানের পরিবর্তে যারা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করাচ্ছে, তাদের শাস্তি দাবি করেন অভিভাবকরা।

এ ব্যাপারে দক্ষিণ দড়িবাহেরচর দারুচ্ছুন্নাত শিশু সদন ও খানকার সভাপতি শামসুল হক বলেন, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের দিয়ে এর আগেও বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করিয়েছেন। এমন অভিযোগ পেয়ে আমি তাকে বারণ করেছি। এরপর তিনি আবার এ ধরনের কাজের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করছে এখন আমরা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিব। তবে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি যাতে ক্ষুণ্ন না হয় এজন্য সংবাদ প্রকাশ না করার জন্য অনুরোধ করেন তিনি।

এ ব্যাপারে হাফেজ সোহরাব সাংবাদিকদের সংবাদ প্রকাশ না করার জন্য অনুরোধ করে বলেন, ভাই আপনারা তো অনেক কষ্ট করে এখানে আসছেন, আপনাদের একটা খরচের ব্যাপার আছে। আমি বিষয়টি দেখছি তবুও সংবাদ প্রকাশ করবেন না।